দামুড়হুদায় ডিবি পুলিশের অভিযানে প্রায় সাড়ে ৮ লক্ষ টাকার রুপার গহনা উদ্ধার

দামুড়হুদা বাসট্যান্ডে জেলা ডিবি পুলিশের অভিযানে ৮ প্যাকেট রুপার তৈরি গহনা ও একটি টিভিএস স্টাইকার ১২৫ সিসি মোটরসাইকেল জব্দ করেছে জেলা গোয়েন্দা সংস্থা। আজ মঙ্গলবার বেলা ১২ টার দিকে দামুড়হুদা বাসস্ট্যান্ড থেকে এসব জব্দ করা হয়। রুপার তৈরি গহনার মূল্য প্রায় ৮ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন চুয়াডাঙ্গা জেলা ডিবি পুলিশের অফিসার ইনচার্জ ওসি ফেরদৌস ওয়াহিদ।

চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশ সুপার ফয়জুর রহমানের দিকনির্দেশনায় জেলার ডিবি পুলিশের অফিসার ইনচার্জ ওসি ফেরদৌস ওয়াহিদ এর নেতৃত্বে দামুড়হুদা বাসস্ট্যান্ডে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মাদক ও চোরাচালান বিরোধী অভিযান পরিচালনার জন্য দর্শনা চুয়াডাঙ্গা মহাসড়কের দামুড়হুদা বাসস্ট্যান্ডে এম্বুস নেয় ডিবি পুলিশ। অভিযান পরিচালনার সময় একটি টিভিএস স্ট্রাইকার ১২৫ সিসি মোটরসাইকেল দামুড়হুদা বাসস্ট্যান্ডে এসে পৌঁছালে থামার জন্য সিগনাল দেওয়া হয় এবং পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে মোটরসাইকেল ফেলে আরোহীরা দৌড়ে পালিয়ে যায়। স্থানীয়দের সহায়তায় তাদেরকে দৌড়ে ধরার চেষ্টা করলে তারা একটি বাড়ির মধ্যে ঢুকে পরে এবং সেখানে থেকে পালিয়ে যাই। ফলে ডিবি পুলিশ আর তাদেরকে ধরতে পারেনি। পরে মোটরসাইকেলটি ডিবি পুলিশ জব্দ করে এবং উপস্থিত জনসম্মুকে মোটরসাইকেলটি তল্লাশি করা হয়।

এতে দেখা যায় মোটরসাইকেলের টাংকির সাথে বিশেষ কায়দায় কসটেপ দিয়ে মোড়ানো ৮টি প্যাকেট সেটিং করা আছে। ১ টি প্যাকেট জনসম্মুখে খুললে তাতে দেখা যায় রুপার তৈরি বিভিন্ন ডিজাইনের গহনা আছে। প্যাকেট গুলোর ওজন ছিল ৭ কেজি ৩ গ্রাম। যার আনুমানিক বাজার মূল্য প্রায় ৮ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা। ৮ প্যাকেট রুপার তৈরি গহনা ও একটি টিভিএস স্ট্রাইকার ১২৫ সিসি মোটরসাইকেল ডিবি পুলিশ জব্দ করে নিয়ে যায়।

এবিষয়ে চুয়াডাঙ্গা জেলা ডিবি পুলিশের অফিসার ইনচার্জ ওসি ফেরদৌস

ওয়াহিদ বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আমরা জানতে পারি একটি চক্র মাদক ও চোরাকারবার করার জন্য দামুড়হুদা বাসস্ট্যান্ড অবস্থান নেবে। বিষয়টি জানার সাথে সাথে এসপি স্যারের নির্দেশে আমরা দামুড়হুদা বাসস্ট্যান্ডে অবস্থান নিলে আমাদের উপস্থিতি টের পেয়ে মোটরসাইকেল ফেলে চোরাকারবারিরা পালিয়ে যায়। মোটরসাইকেলটি তল্লাশি করে আমরা ৮ প্যাকেটে ৭ কেজি ৩ গ্রাম রুপার তৈরি গহনা উদ্ধার করি। যার বাজার মূল্য প্রায় ৮ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা। আসামিদের সনাক্ত করে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত দামুড়হুদা মডেল থানায় মামলা প্রক্রিয়াধীন ছিলো।

মেহেরপুর জেলা আইনজীবী সমিতি নির্বাচনে মনোনয়নপত্র জমা সম্পন্ন

মেহেরপুর জেলা আইনজীবী সমিতির আসন্ন নির্বাচনে আওয়ামী আইনজীবী পরিষদ ও জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের সদস্যরা পূর্ণ প্যানেলে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।

আজ সোমবার মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ দিনে আওয়ামী আইনজীবী পরিষদের সভাপতি পদে এডভোকেট গোলাম মোস্তফা এবং সাধারণ সম্পাদক পদে অ্যাডভোকেট নাজমুল হুদা, সহ-সভাপতি পদে নজরুল ইসলাম, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক পদে শাহরিয়ার মাহামুদ শাওন, কোষাধক্ষ পদে রোকেয়া খাতুন, লাইব্রেরী ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক পদে নাগিব মহাফুজ জুয়েল, সিনিয়র সদস্য পদে আবুল হাসেম এবং সদস্য পদে এসএম আমানুল্লাহ আল আমান ও সাব্বির হোসেন শিশির নির্বাচন পরিচালনা কমিটির প্রধান অ্যাডভোকেট বিমল কুমার বিশ্বাসের কাছে মনোনয়নপত্র জমা দেন।

এসময় পিপি পল্লব ভট্টাচার্য, অ্যাডভোকেট খন্দকার একরামুল হক হীরা, অ্যাডভোকেট ইয়ারুল ইসলাম, অ্যাডভোকেট শফিকুল আলম,

অ্যাডভোকেট খন্দকার আব্দুল মতিন, এডভোকেট খ ম ইমতিয়াজ বিন হারুন জুয়েল, অ্যাডভোকেট এসএম আমানুল্লাহ আল আমান উপস্থিত ছিলেন।

অপর দিকে, জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের সভাপতি পদে মারুফ আহমেদ বিজন এবং সাধারণ সম্পাদক পদে এএস এম সাইদুল রাজ্জাক সাদ্দাম, সহ-সভাপতি পদে রফিকুল ইসলাম, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক পদে এহান উদ্দিন মনা, কোষাধ্যক্ষ পদে সাইফুল ইসলাম, লাইব্রেরী ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক পদে শফিউল আজম খান বকুল, সিনিয়র সদস্য পদে মোখলেসুর রহমান স্বপন এবং সদস্য পদে আল মামুন অনল ও তারিক আহমেদ নির্বাচন পরিচালনা কমিটির প্রধান অ্যাডভোকেট বিমল কুমার বিশ্বাসের কাছে মনোনয়নপত্র জমা দেন।

এসময় আইনজীবী সমিতির বর্তমান সভাপতি এডভোকেট কামরুল হাসান, আবু সালেহ মোঃ নাসিম, আফরোজা বেগম ফাতেমা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

চুয়াডাঙ্গা জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অভিযানে মাদকসহ আটক-৪

চুয়াডাঙ্গা জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা সহ দর্শনার বিভিন্ন স্থানে অভিযান পরিচালনা করেছে। এ অভিযানে মাদক উদ্ধার করা সহ পৃথক স্থান হতে আটক করা হয় ৪ জন মাদক ব্যবসায়ীকে।

আটককৃতদের বিভিন্ন মেয়াদে বিনাশ্রম কারাদন্ড ও অর্থদন্ড প্রদান করা হয়েছে। তারা চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার জালশুকা মসজিদপাড়ার লালন, দর্শনা দক্ষিণ চাঁদপুর গ্রামের মিজানুর রহমান, হাফিজুর রহমান ও মোবারক পাড়ার জাহিদুল ইসলাম। তাদেরকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদন্ড প্রদান শেষে জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

জানাযায়, আজ সোমবার দুপুর সাড়ে ১২ টার দিকে চুয়াডাঙ্গা বিজ্ঞ

এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট মো. সাদাত হোসেনের নেতৃত্বে জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক শিরিন আক্তার, পরিদর্শক নাজমুল হোসেন খান ও উপ-পরিদর্শক সাহারা ইয়াসমিন সহ সঙ্গীয় সদস্য মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করেন চুযাডাঙ্গা সদর উপজেলার জালশুকা গ্রামে।

এসময় গ্রামের মসজিদ পাড়ার আবুল কালাম আবুর ছেলে লালনের নিজ দখলীয় বসতঘর মধ্যে হইতে ৫শত গ্রাম গাঁজা সহ লালন মিয়াকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারকৃত আসামীকে ভ্রাম্যমান আদালতে ৬ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ১০০ টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করে জেল হাজতে প্রেরণ করেন।

একই অভিযানিকদল দুপুর ১টার দিকে অভিযান পরিচালনা করেন জেলার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা পৌরসভাধীন দক্ষিণ চাঁদপুর গ্রামে। এসময় গ্রামের পাকা রাস্তার পূর্ব পাশে বিপ্লবের কলা বাগানের মধ্যে হইতে ৫০ লিটার তাঁড়ি সহ গ্রেফতার করা হয় মিজানুর রহমান
(৪২) নামের এক তাঁড়ি ব্যবসায়ীকে। গ্রেফতারকৃত মিজানুর রহমান দর্শনা দক্ষিণ চাঁদপুর গ্রামের কেওড়া পাড়ার কালাচান মন্ডলের ছেলে। গ্রেফতারকৃতকে ভ্রাম্যমান আদালত ৬ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ৫ শত টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করে জেল হাজতে প্রেরণ করেন। দুপুর ১টার দিকে একইদল অভিযান চালায় দর্শনা পৌরসভাধীন মোবারক পাড়ায়।

এসময় মোবারক পাড়া পাকা রাস্তার পশ্চিমপাশে হাসনা মিয়ার প্রোল্ট্রি ফার্মের সামনে হতে ২ লিটার তাঁড়িসহ গ্রেফতার করা হয় মোবারক পাড়ার মৃত. ছিরু মিয়ার ছেলে জাহিদুল ইসলামকে (৪১)।

গ্রেফতারকৃতকে ভ্রাম্যমান আদালতে ৭ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ১ শত টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করে জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

একইস্থান থেকে দুপুর ২ টার দিকে ২ লিটার তাঁড়ি সহ গ্রেফতার করা হয় দর্শনা দক্ষিণ চাঁদপুর গ্রামের মৃত. তহির উদ্দিনের ছেলে হাফিজুর রহমানকে (৬০)। তাকে ভ্রাম্যমান আদালতে ৭ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ১ শত টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করে জেল হাজতে প্রেরণ করেন।

এ কারাদন্ড ও জরিমানার রায়প্রদান করেন অভিযান নেতৃত্বে থাকা চুয়াডাঙ্গা বিজ্ঞ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট মো. সাদাত হোসেন।

ঝিনাইদহে মাদক মামলায় একজনের যাবজ্জীবন

ঝিনাইদহে মাদক মামলায় কামরুল ইসলাম নামের এক মাদক ব্যবসায়ীকে যাবজ্জীবন কারাদন্ড দিয়েছে আদালত। আজ সোমবার (১৫ জানুয়ারি) দুপুরে সিনিয়র দায়রা জজ আদালতের বিচারক মোঃ নাজিমুদ্দৌলা এ দন্ডাদেশ প্রদান করেন। যাবজ্জীবন প্রাপ্ত আসামী কালীগঞ্জ উপজেলার কাশিপুর গ্রামের মনিরুল ইসলামের ছেলে।

মামলার বিবরণে জানা যায়, ২০১৭ সালের ৭ জুলাই তারিখে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পুলিশ জানতে পারে কালীগঞ্জ উপজেলার কাশিপুর গ্রামে কামরুল ইসলামের বাড়িতে ফেন্সিডিল ক্রয় বিক্রয় হচ্ছে। এমন সংবাদের ভিত্তিতে তার বাড়িতে পুলিশ অভিযান চালায়। পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে কামরুল পালিয়ে গেলেও বাড়িতে তল্লাশী করে ৬০ বোতল ফেন্সিডিল উদ্ধার করা হয়। পরে ওই দিনই পুলিশ বাদী হয়ে মাদক দ্রব্য আইনে কামরুল ইসলামের বিরুদ্ধে কালীগঞ্জ থানায় মামলা দায়ের করে।

পুলিশ তদন্ত শেষে ২০১৭ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর আসামী কামরুল ইসলামের বিরুদ্ধে আদালতে চার্জশীট দাখিল করে। দীর্ঘবিচারিক প্রক্রিয়া শেষে আদালত আসামীকে ৩০ হাজার টাকা জরিমানাসহ যাবজ্জীবন কারাদন্ড প্রদান করেন।

দামুড়হুদায় আইন শৃঙ্খলা বিষয়ক মাসিক সভা অনুষ্ঠিত

দামুড়হুদায় আইন শৃঙ্খলা বিষয়ক মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ সোমবার বেলা ১০ টার সময় দামুড়হুদা উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে

পরিষদের সম্মেলন কক্ষে মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়।

দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার রোকসানা মিতা’র সভাপতিত্বে এসময় মাসিক সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলী মুনছুর বাবু।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান সাহিদা খাতুন, দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী কমিশনার ভূমি সজল কুমার দাস, উপজেলা কৃষি অফিসার শারমিন আক্তার, দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি আলমগীর কবির, দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি বিপ্লব কুমার সাহা, দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের সভাপতি এম নুরুন্নবী, দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হযরত আলী, কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আব্দুল করিম বিশ্বাস, নতিপোতা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ইয়ামিন আলী, নাটুদাহ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান শফিকুল ইসলাম শফি, কুড়ালগাছি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কামাল উদ্দিন, হাউলী ইউনিয়ন পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান নিজাম উদ্দিন, বিভিন্ন ইউনিটের বিজিবি কোম্পানি কমান্ড সহ উপজেলার বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা ও সাংবাদিক বৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

আইনশৃঙ্খলা মাসিক সভায় প্রধান অতিথি দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলী মুনছুর বাবু প্রথমে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অবাধ সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে নির্বাচন উপহার দেওয়ায় রিটার্নিং কর্মকর্তা সহ সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন মাদক ইভটিজিং চোরাকারবার বাল্যবিবাহ এসব প্রতিরোধে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। সবাই ঐক্যবদ্ধ ভাবে কাজ করলে আমরা ২০৪১ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশকে স্মার্ট বাংলাদেশে রূপান্তরিত করতে পারব ইনশাল্লাহ। ইতিমধ্যেই বাংলাদেশ ডিজিটাল বাংলাদেশে রূপান্তরিত হয়েছে, দেশের মানুষ ডিজিটাল সেবা পাচ্ছে।

মেহেরপুরে আদালত ভবনের তৃতীয়

তলা থেকে পড়ে স্বামী-স্ত্রী আহত

স্ত্রীর দায়ের করা মামলায় আদালতে হাজিরা দিয়ে কথাকাটা ও ধস্তাধস্তির এক পর্যায়ে তিনতলার বারান্দা থেকে স্বামী স্ত্রী দুজনেই নিচে পড়ে গিয়ে গুরতর জখম হয়েছেন।

ঘটনাটি ঘটেছে আজ সোমবার (১৫ জানুয়ারি) দুপুরে মেহেরপুর জেলা ও দায়রা জজ আদালতে তৃতীয় তলার বারান্দায়।

স্বামী মামনুর রশিদ (৩৫) মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার সহড়াতলা গ্রামের আবুল কাশেমের ছেলে। স্ত্রী সীমা আক্তার (৩০) একই উপজেলার রামদেবপুর গ্রামের মালিপাড়ার ফরিদুল ইসলামের মেয়ে।

প্রত্যাক্ষর্দীরা বলেন, একজন কালো বোরখা পরা নারী ও আরেকজন মেরুন রঙের জ্যাকেট পরিহিত পুরুষ আদালত ভবনে তিনতলার বারান্দায় দাড়িয়ে কথা বলছিলো। এক পর্যায়ে তাদের মধ্যে কথাকাটাকাটি শুরু হয় এবং একে অপরের প্রতি ক্ষিপ্ত হয়ে ধস্তাধস্তি শুরু করে। ধস্তাধস্তির এক পর্যায়ে আদালতের বারান্দার রেলিং থেকে দুজনেই নিচে পড়ে যায়। আশেপাশের লোকজন ও ফায়ার সার্ভিস ইউনিটের একটি টিম তাদের উদ্ধার করে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করান। তারা উভয়েই বর্তমানে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

সিমা আক্তারের আইনজীবী কামরুল হাসান বলেন, ‘মামুন ও শিমার বিয়ে হয় ২০১১ সালে। এক পর্যায়ে পারিবারিক বিবাদের সূত্র ধরে দু’পক্ষই আদালতে মামলা করে। সিমা খাতুন নারী নির্যাতন, যৌতুকসহ আরো দুটি মামলা করেন মামুন ও মামুনের পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে। ২০২৩ সালের জুলাইমাসে আদালতে মামলা রুজু করা হয়। এর পর আদালত ২ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা অর্থদন্ড করে মামুনুর রশিদকে। আজকেও সেই জরিমানার ২০ হাজার টাকার কিস্তি দিতে এসেছিলো মামুন।’

মামুনের আইনজীবী এডভোকেট রাসেলও একই কথা বলেন।

কোর্ট পুলিশ ইন্সপেক্টর মানষ রঞ্জন দাস বলেন, ‘একটি সি আর মামলার বিচারিক কার্যক্রমে অংশ নিতে মামুন ও সিমা আদালতে এসেছিল। কথা কাটাকাটি থেকে ধস্তাধস্তির এক পর্যায়ে উভয় তিন তলা থেকে নিচে পড়ে যান। থানা পুলিশ বিষয়টি দেখবে। ‘

মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে দায়িত্বরত চিকিৎসক নাজমুস সাকিব বলেন, দুজনকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। কয়েকটি টেস্ট করতে দেয়া হয়েছে। রিপোর্ট দেখার পর বিস্তারিত বলা যাবে।

র্যাবের অভিযানে গাংনীতে মাদক সহ আটক-১

মাদক বিরোধী এক অভিযানে মাদক ও মাদক বিক্রির টাকাসহ মোঃ সিদ্দিক আলী (৬০) নামের এক মাদক ব্যাবসায়ীকে আটক করেছে র্যাব। আটককৃত মোঃ সিদ্দিক আলী (৬০) গাংনী উপজেলার খাসমহল গ্রামের মৃত আনছার আলীর ছেলে। আজ সোমবার এক প্রেস রিলিজের মাধ্যমে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন র্যাব সিপিসি ১২ গাংনী ক্যাম্পের কমান্ডার মোঃ মনিরুজ্জামান।

প্রেস রিলিজে জানানো হয়েছে, ১৪ জানুয়ারী রাত সাড়ে ৬ টার সময় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে একটি অভিযান পরিচালিত হয়। এসময় সিপিসি-মেহেরপুর ক্যাম্পের একটি দল মেহেরপুর জেলার গাংনী থানাধীন ১ নম্বর কাথুলি ইউনিয়নের খাসমহলে মোঃ সিদ্দিক আলী এর চায়ের দোকানের সামনে ৩ গ্রাম হেরোইনসহ সিদ্দিক আলীকে গ্রেফতার করে। এ সময় তার কাছ থেকে মাদক বিক্রয়ের নগদ ১৬ হাজার টাকা জব্দ করা হয়।

মো: মনিরুজ্জামান জানান, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে মোঃ সিদ্দিক আলী মেহেরপুর জেলার বিভিন্ন এলাকায় অবৈধ নেশাজাতীয় মাদকদ্রব্য বিক্রয়ের কথা স্বীকার করেছে। গ্রেফতারকৃত আসামীকে পরবর্তী আইনানুগ পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য গাংনী থানা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

কোটচাঁদপুরে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চুরি করতে গিয়ে হাতে-নাতে ধরা ২

কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চুরি করতে গিয়ে হাতে- নাতে ধরা পড়েছেন,নানী- নাতনী। আজ রবিবার সকালে ধরা পড়ার তাদেরকে পুলিশে সৌপর্দ করেছেন,স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স কতৃপক্ষ।

জানা যায়, রবিবার সকালে কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসা নিতে আসেন সখিনা বেগম (৪২) আর সোনিয়া খাতুন (২০)। সম্পর্কে নানী- নাতনী টিকিট কেটে লাইনেও দাড়ান তারা। এরপর সুযোগ বুঝে লাইনে দাড়ানো চিকিৎসা নিতে আসা রজিনার ব্যাগে হাত দেন টাকা চুরি করতে। এ সময় হাতে- নাতে ধরে ফেলেন নাতিন সোনিয়াকে। পরে তাঁর কথা মত আটকানো হয় নানী সখিনা বেগমকেও।

পরে খবর দেয়া হয় পুলিশকে। পুলিশ এসে তাদেরকে উদ্ধার করে কোটচাঁদপুর থানায় নিয়ে যান।

আটকৃত হলেন,যশোর রুপদিয়া এলাকার শহীদ মুন্সীর স্ত্রী সখিনা বেগম (৪২),ও ফরিদপুর বদুরপুরের জিয়ারুলের স্ত্রী সোনিয়া খাতুন (২০)। তারা সম্পর্কে নানী- নাতনী বলে জানা গেছে সংশ্লিষ্ট সুত্রে।

বিষয়টি নিয়ে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাঃ আব্দুর রশিদ বলেন,যার মালামাল খোয়া গেছে, সে বাদী হবে। এর আগেও চুরি হয়েছে, আমরা তো জিডি করছি।

তিনি বলেন আমরা কতগুলো চুরির বাদি হব। এটা তো প্রতিনিয়ত ৩৬৫ দিনই চুরি হচ্ছে। আমরা সবগুলোর বাদি হয়ে সারা মাস ধরে আদালতে হাজিরা দিয়ে বেড়াই আর কি। তিনি আরো বলেন, এটার বাদি তো পুলিশই হতে পারে।

কোটচাঁদপুর থানার ডিউটি উপপরিদর্শক(এসআই) নাজিবুল হক বলেন,খবর পেয়ে পুলিশ কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থেকে থানায় নিয়ে এসেছেন। তাদের বিরুদ্ধে মামলার প্রস্তুতি চলছে।

চুয়াডাঙ্গা জেলা আইন-শৃঙ্খলা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসকের কার্যালয় সম্মেলন কক্ষে আজ রবিবার সকাল দশটার সময় চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক ড. কিসিঞ্জার চাকমার সভাপতিত্বে জেলা আইন-শৃঙ্খলা কমিটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মাসিক সভায় মানব পাচার প্রতিরোধ, চোরাচালান নিরোধ, চোরাচালান মামলা সমূহ নিস্পত্তি ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে মনিটরিং সেলের সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত সভায় সম্পত্তি সংক্রান্ত অপরাধ নিয়ন্ত্রণ, সন্ত্রাস ও নাশকতামূলক কার্যক্রম পর্যালোচনা, মাদকদ্রব্য ও চোরাচালান নিরোধ, অনিষ্পন্ন চোরাচালান মামলার নিষ্পত্তি ত্বরান্বিতকরণ, সড়ক দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণ, মানব পাচার প্রতিরোধ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শৃঙ্খলা, সড়কের শৃঙ্খলা, ফুটপাত দখলমুক্ত, দ্রব্যমূল্য সহনশীল, দেশের নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদারসহ সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখার উপর বিস্তারিত আলোচনা হয়। দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সময়ে জেলার আইন-শৃঙ্খলা ও সার্বিক পরিস্থিতি স্বাভাবিক থাকায় জেলা প্রশাসন জেলা পুলিশের প্রতিটি সদস্যকে ধন্যবাদ জানান।

উক্ত সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার আর এম ফয়জুর রহমান পিপিএম-সেবা, চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মাহফুজুর রহমান মনজু, চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) রিয়াজুল ইসলাম, চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম অ্যান্ড অপস্) নাজিম উদ্দীন আল আজাদ, চুয়াডাঙ্গা জেলা শিক্ষা অফিসার আতাউর রহমান, চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক মুন্সি আলমগীর হান্নান, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার নির্বাহী অফিসার সহ চার উপজেলার নির্বাহী অফিসার বৃন্দ সহ চুয়াডাঙ্গা জেলার বিভিন্ন দপ্তরের প্রধানগণ, জনপ্রতিনিধিবৃন্দ, সুশীল সমাজের নেতৃবৃন্দ এবং মিডিয়া ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

আলমডাঙ্গায় শীতবস্ত্র বিতরণ

আলমডাঙ্গা উপজেলা প্রশাসনের সহায়তায় ও আলাউদ্দিন আহমেদ পাঠাগারের উদ্যোগে দুস্থ শীতার্থ মানুষের মাঝে শীত বস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে। আজ রোববার বিকেলে আলাউদ্দিন আহমেদ পাঠাগারের শাখা কার্যালয়ে এ শীত বস্ত্র বিতরণ করা হয়।

অনুষ্টানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী অফিসার স্নিগ্ধা দাস।

আলাউদ্দিন আহমেদ পাঠাগারের পরিচালক কবি গোলাম রহমান চৌধুরির সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক ইয়াকুব আলী মাষ্টার,উপজেলা প্রকল্প কর্মকর্তা এনামুল হক,আলমডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের সভাপতি ওমর আলী মাষ্টার,সাধারণ সম্পাদক কবি,সাহিত্যিক নাট্যকার হামিদুল ইসলাম,গাঙচিল সাহিত্য সাংস্কৃতিক পরিষদের সম্পাদক কবি হাবিবুর রহমান মজুমদার,লিটন চানাচুর ফ্যাক্টরির মালিক হাজী লিটন মিয়া,কবি আব্দুল খালেক,কবি জোয়াদ আলী মন্ডল,বিশারত মন্ডল,বিশিষ্ট ব্যবসায়ি আবুল কালাম আজাদ,সানবিম ক্যাডেট একাডেমীর শিক্ষক বাবু,আমজাদ হোসেন প্রমুখ।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার আলাউদ্দিন আহমেদ পাঠাগারে এসে পৌছালে তাঁকে ফুলের তোড়া দিয়ে বরণ করে নেওয়া হয়। পরে শীতার্থ মানুষের মাঝে শীত বস্ত্র বিতরণ করেন প্রধান অতিথি স্নিগ্ধা দাস।এ সময় প্রধান বলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলায় সর্বনিম্ম তাপ মাত্রা চলছে।

গরীব দুঃস্থ মানুষ শীতে কষ্ট পাচ্ছে।আমরা প্রশাসনের মাধ্যমে যতটুকু সম্ভব দিয়ে যাচ্ছি।সমাজের বিত্তবানরা যদি এগিয়ে আসেন তাহলে প্রচন্ড শীতে যারা কষ্ট পাচ্ছেন তাদের কষ্ট কিছুটা হলেও লাঘব হবে।

এখানে কবি গোলাম রহামন প্রতিবছর এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে শীতবস্ত্র বিতরণ করেন বলে জানতে পারলাম,তাই তার শীত বস্ত্রের সাথে সরকারি ত্রাণের কম্বল বিতরণ করা হল।